সমকাল

তারিখ ... 12 MAR 2017
পৃষ্ঠা ..6.... কলাম ...2...

প্রশ্ন ফাঁসে শিক্ষক

রুখতেই হবে এ বিপর্যয়

পরীক্ষার প্রশ্নপ্রত্র ফাঁস করার নৈতিকতাহীন ঘৃণ্য অপকর্মে কিছুসংখ্যক শিক্ষক নামধারী ব্যক্তি জড়িত বলে জানার পর সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধে প্রচণ্ড ঘা পড়ে। আমরা বিপন্ন বোধ না করে পারি না। কিন্তু বাস্তবতা যখন, তা আমাদের মোকাবেলা করতেই হবে। যথাযথ তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে জড়িত শিক্ষকদের স্রেফ অপরাধী হিসেবে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আর গোটা ব্যবস্থাপনাকে ছিদ্রহীন করতে হবে। অবশ্য ব্যবস্থা যত নিশ্ছিদ্রই করা যাক, ভেতরেই যদি দুর্নীতিবাজ বসে থাকে, মানে শর্ষের ভেতরের ভূত, তাহলে বিপর্যয় হতে বাধ্য। কবির ভাষায় 'মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর' আমাদের মানতে হবে। মানুষের অন্তর পরিষ্কার করা ছাড়া ব্যবস্থার ওপর শতভাগ ভরসা হতে পারে না। কারণ ব্যবস্থা মানুষই পরিচালিত করবে। ব্যক্তিচরিত্র ও সামাজিক নৈতিকতার কোন্ অধঃপাতে একজন শিক্ষক প্রশ্নপত্র চোর হয়ে ওঠেন, তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে এবং তার শল্যচিকিৎসাস্বরূপ সংস্কার সাধন করতে হবে। স্কুল-মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক প্রভৃতি পর্যায়ে মাঝেমধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস আগে ঘটত। কিছুদিন হলো তা যেন নিয়মিত অভিশাপ হয়ে উঠেছে এবং স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা পর্যন্ত তা ধাওয়া করেছে। বিজি প্রেস তথা সরকারি ছাপাখানায় কিছু লোক একবার ধরা পড়ল এবং কয়েকজনের চাকরিচ্যুতি ও কারাদণ্ডও হলো। তবু ভূত ছাড়ানো যায় না। এবার এসএসসিতে গণিতসহ একাধিক বিষয়ের প্রশ্নপ্রত্র ফাঁসের অভিযোগ তদন্ত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষস্থানীয় লেখক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা যৌথ বিবৃতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের বের করে কঠোর শাস্তি না দেওয়া হলে শিক্ষাঙ্গনে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। ফলাফল ভালো দেখাতে উত্তরপত্রের শিথিল মূল্যায়ন নিয়েও তারা সতর্ক করেছেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাঠ্যবইয়ে গোপনে রদবদল ঘটানোর অভিযোগ নিয়ে একটি তালগোল পাকানো অবস্থা। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রকাশ করেছেন যে, তদন্তে শিক্ষকদের একটি চক্রকে শনাক্ত করা গেছে, যারা বণ্টন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার আগে মোবাইল ফোনসেটে ছবি তুলে প্রশ্ন ফাঁস করে আসছেন। প্রকাশিত খবর অনুসারে কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন ও একটি কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাগুরুর মর্যাদা সমাজে সর্বোচ্চ। উচ্চ নৈতিকতা শিক্ষকের কাছে সমাজের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। সমষ্টিগতভাবেই শিক্ষকদের সে মর্যাদার অবনমন ঘটেছে। প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষকরাও টাকার পেছনে ছুটছেন। একটি যথাযথ জাতীয় শিক্ষানীতি ও সার্বিক সামাজিক সংস্কার আমাদের রক্ষা করতে পারে।